সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটে বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার বিক্ষোভ, কুশপুত্তলিকা দাহ
খালেদা-তারেক-কোকো সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি

কায়সার আহমেদঃ ২২শে জুন ২০০৮ রোববার বাংলাদেশ দুতাবাসের সিডনির হোমবুশস্থ কনসুলেটে বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে শত শত বাংলাদেশী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান সহ দলের আটক সকল নেতৃবৃন্দের অনতিবিলম্বে মুক্তির দাবী জানিয়ে দুতাবাসের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের নিকট বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেস্টার বরাবরে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন তারেক রহমান ফ্রিডম এ্যালায়েন্স এর আহ্বায়ক সাঈদা খানম আঙ্গুর। বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধান উপদেস্টা ফকরুদ্দিন আহমেদ ,নির্বাচন কমিশনার ড. শামসুল হক সহ সেনাবাহিনী প্রধানর মইন ইউ আহমেদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

কারাবন্দী তারেক রহমানকে সুস্থ অবস্থায় গ্রেফতার করা হলেও নির্যাতনের মাধ্যমে গুরুতর জখম করে তাকে পঙ্গু করে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হচ্ছে বলে সমাবেশে বক্তারা দাবী করে। বক্তারা অনতিবিলম্বে সরকারের দায়িত্বে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোকে বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেবার আহ্বান জানায়। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সংস্থার কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার হুমকি দেয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভারতীয় চক্রান্তের বিশেষ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে বন্দী রেখেছে। ভারতীয় ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সহ অর্থনীতিকে ধবংস ও পঙ্গু করার জন্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এই চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। এরজন্যে সবার আগে বেগম খালেদা জিয়া সহ নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করতে হবে।

বিএনপি অষ্ট্রেলিয়ার আহবায়ক দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ঘেরাও সমাবেশে যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মনিরুল হক জর্জ, তারেক রহমান ফ্রিডম এ্যালায়েন্স আহ্বায়ক সাঈদা খানম আঙ্গুর, অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি বেলাল হোসেন ঢালী ও সাধারন সম্পাদক আবুল বাশার মিলন, জিয়া পরিষদের সভাপতি কুদরত উলাহ লিটন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দল অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম শাওন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোসলেহউদ্দিন আরিফ ও সাধারন সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সুমন, ফোকাস বাংলার সদস্য-সচিব লাভলী আলম ও মোহাম্মদ নাসিরুল হক অন্যতম।

এছাড়াও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন চৌধুরী রানা, ডা. আব্দুল ওয়াহাব, মোস্তাক আহমেদ, মনজুর মোরশেদ সারোয়ার বাবু, , আবুল হাশেম মৃধা জিলু, তৌহিদুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, জহিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ, ফয়সাল আহমদ, মিজানুর রহমান, , মাজনুর হাবিব রনি, সালাউদ্দিন সুমন, ফারুক হোসেন, জি কে আল মনসুর সৈকত, নাসিম আহমদ সুমন, হাফিজুর রহমান, আব্দুল হামিদ, এনাম উলাহ রাসেল, রফিকুল হোসেন আবেদিন।

ঘেরাও সমাবেশকে কেন্দ্র করে সিডনির হমবুশের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সম্মুখে অষ্ট্রেলিয়া বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, জাসাস, জিয়া পরিষদ, তারেক রহমান ফ্রিডম এ্যালায়েন্স সহ নানা ব্যানারে শত শত নেতা-কর্মীর সমাবেশ ঘটে। নেতা-কর্মীদের হাতে ছিল নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন। এসব ফেস্টুনে কারাবন্দী খালেদা জিয়া ও তার দুই ছেলেকে মুক্তির দাবি সম্বলিত নানা বক্তব্য ছিল। কোন কোন ফেস্টুনে অসুস্থ তারেকের ছবি ছিল। বিক্ষোভ সমাবেশের পর একটি শোভাযাত্রা কনস্যুলেট অফিসের দিকে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখিন হলে নেতৃবৃন্দের সাথে কিছুক্ষন তর্ক-বিতর্ক হলেও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের অনুমতিক্রমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সারাক্ষন পুলিশ নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা বেস্টটি তৈয়ার করে রাখে। তাছাড়া কুশপুত্তলিকা দাহের জন্য ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা সকল প্রকার অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা সহ সমাবেশ স্থলে উপস্থিত ছিল। সিডনির বাংলাদেশ কনস্যুলেটের স্থানীয় জনতা জানার উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসে বাংলাদেশে আসলে কি হয়েছে জানতে চায়।